পরিশিষ্ট —

চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল

পরিশিষ্টে বক্তব্য এই যে ১৩০৬ সনে শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু 'শ্রীহরিকথা' গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রায় সম সময়েই 'চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল' গ্রন্থ ও লিখিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও জটিল। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি কবিতার ছন্দে লিখা বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশক। পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'ত্রিকাল' সংক্ষিপ্তাকারে ত্রিকালের অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনাবলীকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় আমার বর্ত্তমান গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ ইহাদের তাত্ত্বিক মূল্য যতখানি সাহিত্যিক মূল্য ততখানি নয় বলিয়া আমার ধারণা। কারণ শুধু তাত্ত্বিক মূল্য নির্দ্ধারণই আমার বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। সুতরাং পদকর্ত্তা জগদ্বন্ধুর পদাবলীর মূল্য কতখানি তাহা এই গ্রন্থদ্বয় নিরূপণ করিবে না। পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে আশা করি।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল' সম্বন্ধে কিছু না বলিলে জগদ্বন্ধুর গ্রন্থ পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তজ্জন্য এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা হইতেছে। এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলেই মহাজন বাক্য মনে পড়ে, —

মনুষ্য রাখিতে নারে ঐছে মহাগ্রন্থ।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ।। ১।

সেইরূপ গ্রন্থত্রয় যিনি রচনা করিয়াছেন — তাঁহার মুখে বক্তা তিনি যে স্বয়ংই ইহা আগাগোড়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'শ্রীহরিকথাতে'ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু একখানি দুর্ব্বোধ্য নয়। ধৈর্য্য সহকারে উহার ভাব রহস্যে প্রবেশ করিতে পারিলে — সমস্ত গ্রন্থের ভিতরে যে তত্ত্ব,

---

১। চৈতন্যচরিতামৃত।

তথ্য ও কাব্যরস রহিয়াছে — তাহা আস্বাদন করা যাইতে পারে , — একথা আমরা উক্ত গ্রন্থে সমালোচনার সময়ে একাধিকবার রসিকজনের সন্মুখে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু 'চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল' গ্রন্থ আলোচনার প্রাক্কালে প্রত্যেক সেরা লেখকেরই হতবুদ্ধি হইতে হয় । কারণ এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য , কিন্তু একটি কথাই আমার সান্ত্বনা , সেটি হইতেছে ইহাই যে যাহা নিজেই কেহই বুঝিতে পারে না — তাহা আমরাও বুঝি না — একথা অকপটে স্বীকার করিতে লজ্জার কারণ নাই । শ্রীজগদ্বন্ধুর প্রথমোক্ত গ্রন্থ গুলিতে যে অমূল্য রস সিক্ত পদগুলি রহিয়াছে — উহা যদি না থাকিত তবে এই গ্রন্থদ্বয়কে 'প্রলাপ বাক্য' বলিয়া বোধ হইত । কিন্তু যিনি জ্ঞানরাজ্যের সীমাকে লংঘন করিয়া মানুষের দুঃখ কাতরতায় নিজেকে নিরন্তরকাল মূহ্যমান অবস্থায় রাখিয়াছিলেন — এবং পূর্ববর্ত্তী পদাবলীকে রচনা করিয়াছিলেন — তিনি যে এই গ্রন্থদ্বয়ে 'প্রলাপ' বকিতে পারেন না , তাহা আমাদের সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে । কারণ —

ভ্রম — প্রমাদ — বিপ্র লিপ্সা — করণা পাটব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ।১।

পরন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই প্রলাপোক্তি গুলিকে বার বার ধৈর্য্য সহকারে উচ্চারণ করিতে করিতে একটা স্বাভাবিক অর্থ সহজেই প্রকাশিত হয় । কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন । কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা নিঃসন্দেহে পদাবলীর অন্তর্গত । কারণ প্রত্যেকটি পদের শিরোভাগে পদকর্ত্তা তাল সুর প্রভৃতি পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইল । শ্রীজগদ্বন্ধুর রচিত 'ত্রিকাল ও উদ্ধারণ' পদাবলী নহে , সুতরাং ইহাদের আলোচনাও পরিত্যক্ত হইল । পরিশেষে লেখকের শেষ বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের — আলোচনীয় বিষয়গুলি পদকর্ত্তা 'জগদ্বন্ধু পদাবলীর' আস্বাদন রূপেই লিখিত হইয়াছে । সুতরাং লেখক সমালোচকের ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন । একথা লেখক 'অগ্রলেখ'তে পূর্বেই বলিয়াছেন । অতএব এ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ।